শীতে হিমসিম চালকের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিল পুলিশ

বিপ্লব হালদার ● তপন

১২ জানুয়ারি ঃ হাড়কাঁপানো শীতের দাপটে নাজেহাল আট থেকে আশি সকলেই। ঘন কুয়াশার কারণে রাস্তায় না রয়েছে মানুষের ভিড় আর নাই বা রয়েছে যান চলাচলের রমরমা। দোকানপাটও খুলছে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। আর রাস্তায় বেরোলেই দেখা যাচ্ছে আগুন পোহানোর সেই একই ছবি। কিন্তু এই চিত্রের বদল ঘটল ৫১২ নম্বর গাজোল-হিলি জাতীয় সড়কের ওপর। ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী সমস্ত দূরপাল্লার গাড়ির চালক ও যাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হল গরম গরম চা। এই কনকনে শীতের হাত থেকে কিছুটা হলেও রেহাই দেওয়ার মতো সৌজন্যবোধ দেখালেন তপন তানার অন্তর্গত রামপুর ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা। আর সকাল সকাল উষ্ণতা পেয়ে খুশি চালক থেকে শুরু করে যাত্রী সকলেই।

শুক্রবার ভোরে রামপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ অরুণ সোমের নেতৃত্বে অন্যান্য পুলিশকর্মী এবং মহিলা ও পুরুষ সিভিক ভলান্টিয়াররা হাতে চায়ের পাত্র ও গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন গাজোল-হিলি জাতীয় সড়কের ওপর। ভোরবেলায় জাতীয় সড়কের ওপর পুলিশকর্মীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিছুটা ভয় পেয়ে যান গাড়ির চালকরা। তখন শুধু মাথায় ঘুরছে এই বুঝি গাড়ি ধরবে। এলাকার সাধারণ মানুষজনের মধ্যে এনিয়ে হইচই পড়ে যায়। রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, বহরমপুর, কলকাতাগামী বাস, লরি ও প্রাইভেট গাড়িগুলি এগিয়ে আসতেই পুলিশকর্মীরা গাড়ি থামিয়ে দেন। আর গরম চায়ের গ্লাস তুলে দেন চালক ও যাত্রীদের হাতে ধরিয়ে। তখনই ভুল ভাঙে সকলের। পুলিশের কাছ থেকে গরম গরম চা মেলায় অনেকেই হতবাক হয়ে যান। অভিভূতও হন অনেকে। চা খেয়েই ফের গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান সকলেই। চা বিলির পাশাপাশি রামপুর ফাঁড়ির পুলিশের পক্ষ থেকে পথচলতি মানুষজনের জন্য আগুন পোহানোরও ব্যবস্থা করা হয়।

রামপুর ফাঁড়ির কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা বলেন, প্রচণ্ড শীত পড়েছে। রাস্তায় ঘন কুয়াশা। তার মধ্যেই দূরপাল্লার বাস, লরি সহ প্রাইভেট গাড়িগুলির চলাচলে কোনো বিরাম নেই। তাই আমরা সেই সমস্ত যানবাহনগুলিকে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড় করিয়ে যাত্রী-চালকদের চা পান করালাম। এছাড়াও তাঁরা যেন তাড়াহুড়ো না করে ধীরে গাড়ি চালান, সে বিষয়ে তাঁদের সচেতন করা হয়।

দূরপাল্লার গাড়িচালক বিভাস বর্মন, বিজয় মণ্ডলরা বলেন, প্রথমে ভেবেছিলাম পুলিশ বোধহয় গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি করছে। কিন্তু তা নয়। ঠান্ডার ভোরে তাঁরা চা পান করালেন। তাঁরা আরো বলেন, ঠান্ডার ভোরে এমনভাবে গরম গরম চা পেয়ে খুবই ভালো লাগল। যাত্রীরা জানান, আমরা ঘুম থেকে উঠেই একটু তৈরি হয়ে বালুরঘাট থেকে বাসে চেপেছি। সকালে কিছু খাওয়াও হয়নি। ভেবেছিলাম গঙ্গারামপুর পৌঁছে চা খাব। কিন্তু তার আগেই রামপুর ফাঁড়ির পুলিশের কাছ থেকে এমন আতিথেয়তা পেয়ে আমরা খুব খুশি।

তপনে শীতের সকালে গাড়ির চালকদের হাতে গরম চা তুলে দিচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। ছবি দুটি তুলেছেন প্রতিবেদক।

প্রাক্তন শিক্ষাকর্মীর প্রয়াণে শোকসভা

সামসী, ১২ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার ভোর রাতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন সামসী এগ্রিল হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষাকর্মী রমেন্দ্রনারায়ণ পাল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। এদিন সকালে রমেন্দ্রবাবুর মত্যু সংবাদ পেয়ে এগ্রিল হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বহু স্থানীয় বাসিন্দা তাঁর বাড়িতে শ্রদ্ধা জানাতে যান। সকাল ১১টায় তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় স্কুলে। স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শোকসভায় তাঁর স্মৃতিচারণ করা হয়। সামসী এগ্রিল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শৈলেশ পান্ডে জানান, প্রয়াত রমেন্দ্রনারায়ণ পাল দীর্ঘদিন আমাদের হাইস্কুলে শিক্ষাকর্মী হিসাবে কাজ করেছেন। কর্মজীবনে তিনি একজন দক্ষ ও কাজপাগল কর্মী ছিলেন। সামসীর সকলে তাঁকে রমেন দা নামেই ডাকতেন। অবসরের পরেও স্কুলে আসতেন। বহু কাজও করে দিতেন। সে সময় খুব কম টাকা বেতন পেতেন। বাড়িতে স্ত্রী ও তিন পুত্র নিয়ে খুবই কষ্টে কেটেছে তাঁর। বর্তমানে তাঁর তিন পুত্রই প্রতিষ্ঠিত। আমরা স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁর পরিবারের পাশে আছি। এদিন তাঁর শেষকৃত্যসম্পন্ন হয় মানিকচক ঘাটে। *–সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বুনিয়াদপুর, ১২ জানুয়ারি ঃ প্রবল ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হল বংশীহারীর বদলপুর উচ্চবিদ্যালয়ের শীতকালীন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। স্কুলেরই নিজস্ব মাঠে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়। দর্শক ও পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে প্রধান শিক্ষক ভগীরথ সরকার স্কুলের পতাকা উত্তোলন করে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা করেন স্কুলে এআই চিত্তরঞ্জন সরকার। এরপর স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষকের নেতৃত্বে মার্চ পাস্টে অংশ নেয় খেলায় অংশগ্রহণকারী পড়ুয়ারা। বাছাই করা খুদে পড়ুয়াদের ড্রিলের শেষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। খেলা শেষে প্রত্যেক ইভেন্টের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়। –সংবাদ নিউজ সার্ভিস

ফুলোর সঙ্গে দেখা করার আশ্বাস বিডিও'র

খবরের জেরে টনক নড়ল হিলির প্রশাসনের

রবীন মুর্মু ● হিলি

১২ জানুয়ারি ঃ গত ৪ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'নামের গেরোয় বিপাকে ছাত্রী' খবরের জেরে অবশেষে টনক নড়ল হিলি ব্লক প্রশাসনের। বিডিও সঞ্জয় সুব্বা সোমবার আদিবাসী পরিবারের হতদরিদ্র ওই মেয়ের সঙ্গে দেখা করে সমস্যা শোনার কথা জানিয়েছেন। বিডিও'র সঙ্গে সাক্ষাতের পর নামের ওই বিভ্রান্তি দূর হয় কিনা, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে ফুলো। অন্যদিকে, আদিবাসী একটি সংস্থার পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, ওই মেয়েটির নাম ঠিক করে তাকে প্রাপ্য সরকারি পরিসেবা দেওয়া না হলে আন্দোলনে নামা হবে।

হিলি ব্লকের ২ নং পাঞ্জুল গ্রাম পঞ্চায়েতের চকুরপাই গ্রামের আদিবাসী মুন্ডা সম্প্রদায়ের দিনমজুর সুকরা উরাওয়ের একমাত্র মেয়ে ফুলো উরাও। ১৯৯৯ সালের ৮ ডিসেম্বর জন্মের প্রমাণপত্র অনুযায়ী দেখা যায়, শংসাপত্রে তার নাম রয়েছে ফুলো উরাও। প্রাথমিক পরিত্যাগের সার্টিফিকেট, রেশন কার্ড এবং আধার কার্ডেও ওই নাম রয়েছে। স্থানীয় পাঞ্জুল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভরতির সময়েও সে এই নাম লিখেছিল। কিন্তু মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড হাতে পাওয়ার পরে দেখা যায়, ফুলোর জায়গায় ফোলো রয়েছে। স্বাভাবিক কারণে মাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেটেও ভুল থেকে যায়।

ফুলো উরাও জানান, নামের ভুল সংশোধন করার জন্য পাঞ্জুল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষককে বহুবার বলা হয়েছে। কিন্তু প্রায় দেড় বছর কেটে গেলেও এখনো কোনো কাজ হয়নি। মাধ্যমিকের সমস্ত নথিপত্রে ফুলোর জায়গায় ফোলো থাকার কারণে বর্তমান স্কুল ত্রিমোহিনী প্রতাপচন্দ্র উচ্চমাধ্যমিক স্কুলও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার্থী হিসাবে ওই নাম পাঠিয়েছে।

ওই ছাত্রীর দাবি, নামের ভুলের কারণে সে কন্যাশ্রী সহ সমস্ত পরিসেবা থেকে বঞ্চিত। এমনকি এখনো মেলেনি এসটি সার্টিফিকেট। একই ব্যক্তির দুই নাম থাকার কারণে উচ্চশিক্ষা নিয়েও আগামীদিনে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

ফুলো উরাও-এর বাবা সুকরা উরাও বলেন, সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পর পাঞ্জুল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শরণকুমার চৌধুরি জানিয়েছিলেন, খবর করার কাজ সাংবাদিকেরা করেছেন। আর শিক্ষকের কাজ শিক্ষক করবে। তিনি নাম সংশোধন করে দেওয়ার আশ্বাস দিলেও এখনো কাজ হয়নি। আমাদের আদিবাসী উরাও পরিবারের সকলেই নিরক্ষর। অনেক কষ্ট করে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম। কিন্তু নাম ভুলের কারণে উচ্চশিক্ষা নিয়েও সম্ভবত কোনো লাভ হবে না। ত্রিমোহিনী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কমলকুমার জৈন বলেন, বর্তমানে ফুলো উরাও আমাদের বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। কারণ, মাধ্যমিকের সমস্ত নথিতে তার নাম ভুল রয়েছে। পাঞ্জুল স্কুল থেকে সংশোধন করা হলে আমরাও সঠিক নাম পাঠাব রেজিস্ট্রেশনের জন্য।

এপ্রসঙ্গে হিলির বিডিও সঞ্জয় সুব্বা বলেন, আগামী সোমবারই ফুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার সঙ্গে কথা বলব। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারেই বিবেচনা করা হবে।

অন্যদিকে, আদিবাসী সমাজ শিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সভাপতি সন্তোষ হেমরম বলেন, পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সমাজ ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিগত বামফ্রন্ট সরকার কিছু করেনি। বর্তমান সরকারও কিছু করছে না। সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ বলে পৃথক দপ্তর থাকলেও সেই দপ্তরের আধিকারিকরা খবর প্রকাশিত হওয়ার পরেও সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হয়নি। দ্রুত সমস্যা না মিটলে তিনি বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

৪ জানুয়ারি প্রকাশিত খবর

নামের গেরোয় বিপাকে হিলির আদিবাসী ছাত্রী

রবীন মুর্মু ● হিলি

নাম নিয়ে নাকাল ফুলো।

সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে পা দিল ফরাক্কা ব্যারেজের নাট্যোৎসব

ফরাক্কায় নাট্য উৎসবের সূচনা করছেন ব্যারেজের জিএম। ছবিটি তুলেছেন অর্ণব চক্রবর্তী।

ফরাক্কা, ১২ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত তৈরি করল ফরাক্কা ব্যারেজের রিক্রিয়েশন সেন্টারের একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। এবার ৫০তম বছরে পা দিল এই নাট্য উৎসব। ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরি হওয়ার কিছু পরেই ব্যারেজের কেন্দ্রবিন্দুতে নির্মিত হয় মূল সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র রিক্রিয়েশন সেন্টার। এই কেন্দ্রের মূল আকর্ষণ ও উদ্দেশ্য ছিল প্রোজেক্ট এমপ্লয়িদের জন্য বিভিন্ন সিনেমার শো ও শীতকালে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের উন্মাদনা। তবে কালের স্রোত বন্ধ হয়ে গেছে সিনেমার শো, কিন্তু এখনও নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে বহমানতা বজায় রেখে চলছে এই নাটক প্রতিযোগিতা। যথাসাধ্য সাহায্য করে ব্যারেজ প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষ। গত ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই বছরের নাট্য উৎসব চলবে আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। এবারে নাট্যদলগুলির মধ্যে উত্তরপাড়ার ইউনিট থিয়েটারের নাটক 'আমাদের এই ঘরটা', কলকাতাক শ্যামবাজার নাট্যচর্চার সত্যি গল্প, বর্ধমান অঙ্গীকারের 'গুহা চিত্র', ফরাক্কা ব্যারেজ রিক্রিয়েশন সেন্টারের নাটক 'মধ্যেখানে চর' সহ মোট ১১টি দল তাদের নাটক মঞ্চস্থ করছে।

৫০তম বছরে এসে এই সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার স্মৃতিচারণা করলেন রিক্রিয়েশন সেন্টারের যুগ্ম সম্পাদক উত্তমকুমার সরকার এবং সম্পাদক কার্তিক পাল। তাঁরা জানালেন, এলাকার নাট্যামোদী দর্শকদের এবং ব্যারেজ প্রশাসন তথা অন্যান্যদের সহযোগিতায় এই নাটক উৎসব ৫০ বছর ধরে যে চালাতে পারলাম এটাই বড় কথা। বর্তমানে ব্যারেজের প্রোজেক্টে লোকসংখ্যা কমে যাওয়ায় সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়েছে। তবু বর্তমান সংস্কৃতিমনা জিএম এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় আমরা এই প্রতিযোগিতাটি চালিয়ে যেতে পারব বলে আশাবাদী।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করেন ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার শৈবাল ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কার বিডিও কেডি ভুটিয়া সহ অন্যান্যরা। একসময় এই মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের বহু খ্যাতনামা নাট্যশিল্পীরা অভিনয় করে গেছেন বলেও তাঁরা জানান।

বামনগোলায় খুদে পড়ুয়াদের মধ্যাহ্নভোজ। ছবিটি তুলেছেন স্বপনকুমার চক্রবর্তী।

বামফ্রন্টের উদ্যোগে শীতবস্ত্র দান

চাঁচল, ১২ জানুয়ারি ঃ খবরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বামফ্রন্ট কমিটির উদ্যোগে দুস্থদের শীতবস্ত্র বিলি করা হল শুক্রবার। এদিন চাঁচল-১ নং ব্লকের আশাপুরে সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ের পাশে এই বস্ত্রদান অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হবিবপুরের বিধায়ক খগেন মুর্মু, চাঁচল-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নিমাই সাহা, চাঁচল-১ ডিওয়াইএফআইয়ের সভাপতি অমিতোষ পান্ডে, খবরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জাহানারা খাতুন প্রমুখ। *–সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

মিড-ডে মিলে মুরগির মাংস

সামসী, ১২ জানুয়ারি ঃ মালতীপুরের ক্ষেমপুর গার্লস জুনিয়ার হাইস্কুলের ছাত্রীদের বৃহস্পতিবার মিড-ডে মিলের সঙ্গে মুরগির মাংস খাওয়ানো হয়েছে। টিআইসি সংগীতা মণ্ডল এদিন জানিয়েছেন, এদিন মোট ৫০ জন ছাত্রীকে ৫ কেজি মাংস খাওয়ানো হয়েছে। সঙ্গে সবজি তরকারিও ছিল। প্রবল ঠান্ডার কারণে ছাত্রীদের উপস্থিতির হার একটু কম ছিল এদিন। *–সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

রক্তদান শিবির

মালদা, ১২ জানুয়ারি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল ভারত স্কাউট গাইড। এই শিবিরটি হয় মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে। এই শিবিরে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক, ছাত্র সহ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা রক্তদান করেন। মোট ২৩জন রক্তদান করেছেন বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। *–সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

শিক্ষকের স্মৃতিতে অভিনব স্মরণসভা

বামনগোলা, ১২ জানুয়ারি ঃ গৌড় মহাবিদ্যালয়ের সদ্য প্রয়াত অধ্যাপক নির্মল দাসের স্মরণে বামনগোলায় দুস্থ শিশুদের মধ্যাহ্নভোজন করলেন তাঁর গুণগ্রাহী ছাত্রছাত্রীরা। দুস্থ শিশুদের হাসিমুখ দেখাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। শুক্রবার বামনগোলার চাঁদপুর হিন্দু মিলন মন্দির আশ্রমে ১১৩ জন দুস্থ শিশুদের পাত পেড়ে খাওয়ান তাঁরা। ভাত, ডাল, বেগুনি, পাঁপড়ভাজা, মাংস ও চাটনি দিয়ে পরম তৃপ্তিতে খেয়ে স্বাভাবিকভাবেই ভীষণ খুশি শিশুরা। তাদের খুশিতে আনন্দিত আশ্রমের দায়িত্বে থাকা উভারু রায় এবং এলাকার মানুষজনও। শিশুদের মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজকদের মধ্যে এদিন তন্ময় পান্ডে, দেবাশিস হাজরা, ঋতুপর্ণা সাহা সহ আরো অনেকে জানালেন, তাঁরা কেউ বর্তমান, আবার কেউ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী। অধ্যাপক নির্মল দাস তাঁদের সকলেরই প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। তাঁর জীবনকালে তিনি বিভিন্ন সময় দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের বইপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষাসামগ্রী দান করেছেন। তাই তাঁর দেখানো পথেই তাঁর স্মরণে কিছু দুস্থ শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে এই আয়োজন। সমস্ত কিছুর শেষে খুশি তাঁরা নিজেরাও।

স্বামীজির স্মরণে বিদ্যার্থী পরিষদ

হেমতাবাদ, ১২ জানুয়ারি ঃ বিজেপির ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের হেমতাবাদ শাখার পক্ষ থেকে শুক্রবার সাড়ম্বরে পালিত হল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী। এদিন সকালে হেমতাবাদে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বামীজির ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এভিবিপির শাখা প্রমুখ অসীমকুমার দে, জেলা প্রমুখ কিশোর বসাক ও হেমতাবাদের মণ্ডল বিজেপি সভাপতি জয়ন্ত রায় প্রমুখ।

বিবেক চেতনায় পড়ুয়াদের উৎসাহ হার মানালো শীতকে

সাজাহান আলি ● কুমারগঞ্জ

১২ জানুয়ারি ঃ প্রবল ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, কিশোর-যুবক, মহিলা ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে কুমারগঞ্জ ব্লকে উদ্‌যাপিত হল বিবেক চেতনা উৎসব। স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দিওড় পানাউল্লা উচ্চবিদ্যালয়ে আয়োজিত এদিনের বিবেক চেতনা উৎসব বিরাট আকার ধারণ করেছিল। এই উৎসবে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুমারগঞ্জের বিডিও দেবদত্ত চক্রবর্তী, জয়েন্ট বিডিও ক্ষেমসুন্দর মণ্ডল, কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শাখওয়াৎ হোসেন সরকার, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, আবদুল লতিফ মিঁয়া, প্রিয়াঙ্কা তামাং প্রমুখ।

কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বিবেক চেতনা উৎসব ২০১৮ সূচনা হয় প্রভাতফেরির মধ্য দিয়ে। প্রবল শীত ও কুয়াশা উপেক্ষা করে ছাত্রছাত্রী সহ বহু মানুষ এতে যোগদান করেন। পরে দিওড় পানাউল্লা উচ্চবিদ্যালয়ে দুপুর নাগাদ শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা (মিশন নির্মল বাংলা কেন্দ্রিক), কবিতা আবৃত্তি, আলোচনা, আদিবাসী ভাষায় একাঙ্ক নাটক, নৃত্য, সংগীত ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। দিওড় পানাউল্লা উচ্চবিদ্যালয়ে আয়োজিত বিবেক চেতনা উৎসবে বহু সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি সকলের নজর কাড়ে। বিশেষত এদিন গ্রামীণ মহিলাদের উপস্থিতি ও উৎসাহ উৎসবের গুরুত্বকে বহু প্রশংশিত করে তোলে। বিভিন্ন বিষয়ে শিল্পীদের উপস্থাপনা দর্শক-শ্রোতাদের মন ভরিয়ে দেয়। বিডিও দেবদত্ত চক্রবর্তী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আগামী দিনে তা অনুসরণের আহ্বান জানান।

এছাড়াও দিওড় প্রাথমিক বিদ্যালয়, পতিরাম বিবেকানন্দ গার্লস হাইস্কুল, পতিরাম সাংস্কৃতিক মঞ্চ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, সংগীত, নৃত্য ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি আলোচনায় যুব সমাজের আইকন ও অসম সাহসী বীর বিবেকানন্দের জীবনদর্শন অনুসরণের আহ্বান জানান। সর্বত্রই দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

আমার ফসল আমার গাড়ি প্রকল্পে গঙ্গারামপুরে ভ্যান-রিকশা ৪১ কৃষককে

গঙ্গারামপুর, ১২ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কৃষিজ বিপণন বিভাগের আর্থিক সহযোগিতায় আমার ফসল আমার গাড়ি প্রকল্পে শুক্রবার ভ্যান রিকশা বিতরণ করা হল গঙ্গারামপুর ব্লকের কৃষকদের মধ্যে। গঙ্গারামপুর কিষান মাণ্ডিতে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রাক্তন বিধায়ক বিপ্লব মিত্র। উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুরের বিডিও বিশ্বজিৎ ঢ্যাং, কৃষিজ বিপণন আধিকারিক কৌশিক নন্দী, গঙ্গারাপুর ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সেফাউর রহমান, গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মালতি ওঁরাও, সহকারী সভাপতি শংকর সরকার সহ অন্যান্যরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিপ্লব মিত্র বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। কৃষকদের মধ্যে ভ্যান-রিকশা বিলি একটি সরকারি প্রকল্প। গ্রামের কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসল বাজারে নিয়ে যেতে যানবাহনের জন্য অনেক সময় সমস্যায় পড়েন। তাতে বাজারে ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া থেকে শুরু করে নানা সমস্যায় পড়েন তাঁরা। আমার ফসল আমার গাড়ি প্রকল্পের মাধ্যমে যাঁরা এই ভ্যান-রিকশা পেলেন তাতে তাঁদের ভীষণ সুবিধা হল।

আমার ফসল আমার গাড়ি প্রকল্পে ভ্যান রিকশা প্রাপক কৃষক কানাইলাল রায়, বিশু মুর্মুরা বলেন, 'আমরা চাষাবাদ করে সংসার চালাই। অনেক সময় ফসল বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো যানবাহন পাই না ফলে বাজারে ফসল নিয়ে যেতে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। যানবাহন পেলেও অনেক ভাড়া দিয়ে ফসল বাজারে নিয়ে যেতে হয়। অবশেষে এদিন সরকারি প্রকল্পে আমাদের ভ্যান-রিকশা দেওয়া হল। এতে আমরা উপকৃত হলাম। এবার ভ্যান রিকশায় ফসল বাজারে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভীষণ সুবিধা হবে। একই সঙ্গে রাসায়নিক সারের বস্তা সহ পাম্প মেশিনও ভ্যান-রিকশায় চাপিয়ে জমিতে নিয়ে যেতে পারব।'

এদিন গঙ্গারামপুর ব্লকের ৪১ জন কৃষকের হাতে ভ্যান-রিকশা তুলে দেওয়া হয়। কৃষি বিপণন দপ্তরের আধিকারিক সুব্রত দত্ত বলেন, প্রতিবছর কৃষকদের জন্য কিছু অনুদান পাওয়া যায়। কৃষকদের হাতে সেই টাকা না দিয়ে চাষাবাদের সুবিধার জন্য এদিন তাঁদের হাতে ভ্যান-রিকশা তুলে দেওয়া হল। এদিনের মঞ্চ থেকে বিডিও কৃষকদের কেসিসি বোর্ড সহ কৃষিজ বিষয়ে নানা পরামর্শ দেন।

কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ভ্যান রিকশা। ছবিটি তুলেছেন চয়ন হোড়।

শিশুদের বসে আঁকো

বুনিয়াদপুর, ১২ জানুয়ারি ঃ 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচির আওতায় শুক্রবার বংশীহারী থানার উদ্যোগে ও পরিচালনায় বুনিয়াদপুরের উৎসবভবনে শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আসর বসে। প্রতিযোগিতায় ৬০ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। আইসি বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, আগামী ১৭ জানুয়ারি এই কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর দিন বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ী শিশুদের পুরস্কৃত করা হবে। *–সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

শুরু ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ফরাক্কা, ১২ জানুয়ারি ঃ বুধবার থেকে শুরু হয়ে গেল ফরাক্কা চ্যালেঞ্জ ক্লাব নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। স্থানীয় এসিসি ময়দানে আগামী ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণ করেছে ফরাক্কা ব্লকের মোট ১২টি দল। বর্ণাঢ্য উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ফরাক্কার বিধায়ক মইনূক হক, ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার শৈবাল ঘোষ, এনটিপিসির ইডি মনমোহন সিং, ফরাক্কার বিডিও কিশেনজি ভুটিয়া, আইসি উদয়শংকর ঘোষ সহ আরো অনেকে। ব্যাটে বলে সংযোগ করে খেলার উদ্‌বোধন করেন জিএম শৈবাল ঘোষ। টুর্নামেন্টের সাফল্য কামনা করে ওড়ানো হয় বেলুন এবং সাদা পায়রা।

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ছবিটি তুলেছেন অনুপ মণ্ডল।